ফুসফুসের রোগ ঃ প্রতিকারের উপায়

ডাঃ ইকবাল হাসান মাহমুদ, বক্ষ ব্যাধি বিশেষজ্ঞ, ইকবাল চেষ্ট সেন্টার, মগবাজার, ঢাকা

দৈনিক ইনকিলাবঃ ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ ইং।

ফুসফুসের পর্দায় অনেক ধরনের রোগ -ব্যধি দেখা যেতে পারে। পর্দাটির ডাক্তারী নাম প্লুরা। ফুসফুসের পর্দায় প্রদাহ বা প্লুরিসি হলো এক ধরনের বক্ষরোগ যা সচরাচর দেখা যায়। মানুষের ফুসফুসের চারিদিকে প্লুরা বলে দু'টো আবরণী রয়েছে। এই আবরণী দু'টো দিয়ে ফুসফুস দু'টোকে সুন্দরভাব জড়িয়ে রাখা হয়েছে। সুস্থ অবস্থায় আবরণী দু'টোর মাঝে কোন ফাক থাকে না। তবে কিছু রোগবালাই আছে যার কারণে এগুলোতে প্রদাহের সৃষ্টি হয়। আর এই প্রদাহ সৃষ্টিকেই আমরা প্লুরিসি বলে থাকি। এখানে একটা কথা বলে রাখি, এই প্লুরা নামক পর্দাটি কিন্তু খুবই সংবেদনশীল অর্থাৎ যে কোন আঘাত বা প্রদাহ এই প্লুরাকে আক্রান্ত করলেই বুক ব্যাথার সৃষ্টি হয়। আর এই ব্যাথারও একটি ধারণ আছে তা হলো-শ্বাস নিলে বা কাশি দিলে এই ব্যথা টের পাওয়া যায়। তার মধ্যে রয়েছে কারণে এই প্লুরা হয়। তার মধ্যে রয়েছে যক্ষ্মা বা টিউবারকুলেসিন, ক্যান্সার, নিউমোনিয়া ইত্যাদি।

কোনো রোগের কারণে প্লুরা নামক আবরণীতে প্রদাহ সৃষ্টি হলে সে দু'টোর মাঝের ফাঁকের মাঝে পানি জমতে শুরু করে, যাকে আমরা প্লুরাল হাফিউশন বলে থাকি। এই জলীয় অংশটি পানির মতো হতে পারে, আবার-পুঁজ এমনকি রক্তও হতে পারে। আবার পানির পরিমাণ অল্প, মাঝারি বা পুরো ফুসফুস জুড়ে জমতে পারে। মোটামুটি পানি জমলে রোগী খুব একটা অসুবিধা বোধ করে না । তবে পানির পরিমাণ যতো বাড়তে থাকে শ্বাস কষ্ট ততোই বাড়তে থাকে। রোগী অনুভব করে যে বুকের মাঝে কিছু একটা ওজন তাকে বইতে হচ্ছে। যুবক বয়সের রোগীদের ফুসফুসের পর্দায় পানি জমলে বা প্লুরাল ইফিউশন হলে অনেক ক্ষেত্রেই তা যক্ষ্মার কারণে হয়েছে বলে মনে করা হয়। তবে বেশী বয়সী একটি রোগীর প্লুরাল ইফিউশন হলে মনে সায় দেয় না। আমাদের মনে তখন ক্যান্সারের আশংকাই ঘুরপাক খেতে থাকে। বিশেষ করে রোগী যদি অতিরিক্ত ধুমপায়ী হয়ে থাকে। তবে একটা কথা বলে রাখা ভালো বেশী বয়সেও যক্ষ্মা জনিত কারণে এই সমস্যা নিয়ে রোগী আসুক না কেন প্রথমে বুকের এক্সরে রক্ত, টিউবারকুলিন টেষ্ট, কপ পরীক্ষাসহ নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে। অনেক সময় আলট্রাসনোগ্রাফিরও প্রয়োজন পড়ে। পানির উপস্থিতি জানতে পেরে একটি অস্ত্রোপাচারের মাধ্যমে সেই পানি বের করে ফেলা হয়। বিভিন্ন পরীক্ষা করে রোগের কারণ সনাক্ত করার কাজে এবং রোগীর শ্বাসকষ্ট লাঘব করার স্বার্থে এই পানি বের করা হয়। নিউমোনিয়ার কারণে পানি বের করা হয়। নিউমোনিয়ার কারণে পানি জমলে যতো দ্রুত সম্ভব তার উপস্থিতি নির্ণয় করে সেটা বের করে ফেলতে হবে। কেননা, এই পানি দ্রুত পুঁজে পরিণত হতে পারে, যা কিনা পরিস্থিতিকে জটিল করে ফেলে। যক্ষ্মাজনিত প্লুরাল ইফিউশনে খুব জ্বরে, বুকে ব্যথা, শ্বাস কষ্ট এবং বুকে বেশ তার বা ওজন অনুভূত হবে। রোগীর শরীর বেশ শুকিয়ে যাবে। ক্ষুধা মন্দা, ক্লান্তি ইত্যাদি তো আছেই। ফুসফুসের পর্দায় পানি জমার কিন্তু অনেক কারণ রয়েছে। পানি পরীক্ষা এবং রোগীর অন্যান্য লক্ষণ এবং উপসর্গ বিচার করেই এই রোগের আসল কারণ নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়। কেননা, রোগের কারণ জানা না গেলে কোন রোগের কারণে এই পানির আবির্ভাব এবং কি তার চিকিৎসা সেটা অন্ধকারেই রয়ে যাবে। অনেক ক্ষেত্রে প্লুরাল বায়োপসি এমনকি ব্যাংকোস্কোপি পর্যন্ত করে রোগের কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়। এছাড়া রয়েছে আধুনিক পদ্ধতি, যার মাধ্যমে ফুসফুসের পর্দার পানির কারণ বের করা হয়ে থাকে। তবু এতো কিছুর পরও উন্নত বিশ্বের ২০ শতাংশ রোগীর মধ্যে বেশীর ভাগ রোগী ক্যান্সার কিংবা কানেকটিভ টিস্যুর রোগের কারণেই পানি জমে

থাকে। বেশীর ভাগ রোগীর ক্ষেত্রেই দেখা যায়, পানি সাধারণত একদিকেই হয়ে থাকে, তবে অনেক সময় দু'দিকের ফুসফুসের পর্দাতেও পানি আসতে পারে। যেমন-লিভার সিরোসিস, হার্ট ফেইলিওর, নেফ্রোটিক সিনড্রোম ইত্যাদি। সঠিক রোগ নির্ণয় এবং সঠিক ওষুধ প্রয়োগ করে রোগীকে সম্পূর্ন সুস্থ করা যায়। চিকিৎসার আরেকটি প্রয়োজনীয় ধাপ হলো শ্বাসের ব্যায়াম। এই ব্যায়াম যদি সঠিকভাবে রোগীকে না করানো যায় তবে ফুসফুসটি ঠিক মত সম্প্রসারিত হয় না। ফলে কিছু সমস্যা লেগেই থাকে। তাই সঠিক চিকিৎসার ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত। ফুসফুসের পর্দায় এমন একটি রোগ রয়েছে যাতে ফুসফুস ভরে যায় বাতাস আর বাতাসে। এত বাতাসে আর রোগীর শ্বাস পায় না। আসলে বাতাসটি ফুসফুসে জমে না। দুই ফুসফুসের চারিদিকে প্লুরাবলে যে আবরণী রয়েছে তার অভ্যান্তরে এই বাতাস জমে। আর এই বাতাস জমাকেই আমরা নিউমোথোরাক্স বলি। নিউমো অর্থ বাতাস আর ফোরাক্স অর্থ বক্ষ। আর এই দুই মিলিয়ে হয় বুকের মধ্যে বাতাস। অল্প পরিমান বাতাস জমলে খুব একট শ্বাস কষ্ট হয় না। তবে অল্প অল্প ব্যথা রোগী অনুভব করতে পারে। যতো বাতাস জমবে সমস্যা ততোই বাড়তে থাকে। সাধারণত ফুসফুসে যক্ষা হলে কিংবা এমফাইসমা সংক্রান্ত বেলুনের মতো একগুচ্ছ বাতাস জমা হয়ে থাকলে আমরা একে বুলা বেল থাকি। সেই বুলা ফুলে গেলে নিউমোথোরাক্স হতে পারে। ফুসফুসের ক্যান্সার হলে ও এই সমস্যা দেখা দিতে পারে। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় বুকে আঘাত লাগলেও এটা দেখা দিতে পারে তবে বাংলাদেশে নিউমোথোরাক্সের একটা উল্লেখযোগ্য কারণ হল ফুসফুসের যক্ষা। অনেক ক্ষেত্রে ইহার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। দেখা গেলো একজন সুস্থ লোক হঠাৎ করে প্রচন্ড শ্বাস কষ্ট এবং বুক ব্যাথায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। এক্সরে এবং বুক পরীক্ষা করে দেখা গেলো যে, ফুসফুসের পর্দার অভ্যন্তরে বাতাস ঢুকে পড়েছে। এমন যতোগুলো লম্বাটে ভগ্ন স্বাস্থ্যের রোগী দেখেছি যারা কয়েকমাস পরপরই নিউমোথোরাক্সে আক্রান্ত হয়। যারা নিয়মিত ধুমপান করেণ তাদের ফুসফুসের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। ফলে তারা ও এই সমস্যায় পড়তে পারেন। তাই দেরি না করে আজই ধুমপান পরিত্যাগ করণ। যারা অনেক দিন ধরে হাঁপানিতে ভুগছেন এমন রোগীদের হঠাৎ করে প্রচন্ড হাঁপানির আক্রমণ ঘটলে নিউমোথোরাক্স সৃষ্টি হতে পারে। হাঁপানি রোগীদের ব্যাপারে আমরা এই জটিলতার চিন্তা করেই থাকি। কারণ হাঁপানি রোগীর নিউমোথোরাক্স হয়ে গেলে চিকিৎসার বিভ্রাট দেখা দেয। তাই হাঁপানি সব সময় নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

নিউমোথোরাক্স বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সাধারণ চিকিৎসার বাইরে চলে যায়। তাই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসাকের মাধ্যমেই এই রোগের চিকিৎসা করা উচিত এবং তা যতো শীঘ্র সম্ভব । কারণ ফুসফুস ভর্তি বাতাসই রোগীকে বাতাসের অবাবস্থা করে তোলে। ঠিক যেন বন্যার সময় এতো পানির মাঝেও খাবার পানি পাওয়া যায় না।